৩

'সবুজ বিপ্লব' ও আর্থ-অসাম্য

এবারে 'সবুজ বিপ্লব'-এর অসাম্যের দিকটিতে দৃষ্টি ফেরানো যাক। সবুজ 'বিপ্লব'-এর দরুন চাষের থেকে মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ায় (এবং জমির ঊর্ধসীমা আইন চালু হওয়ার ফলে) বহু অপেক্ষাকৃত বড়ো চাষি, গরিব বর্গাদারদের কাছ থেকে অনেক জমি ব্যক্তিগত চাষের জন্য ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, ফলে প্রচুর বর্গাদার বেতনভুক শ্রমিকে পরিণত হন। দশ বছর মেয়াদি আদম-সুমারিতে দেখা যায় যে ১৯৬১ সালে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মোট শ্রমিকের ১৭·২ শতাংশ; ১৯৭১ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬·৯ শতাংশ এবং ১৯৮১ সালে ২৯ শতাংশ। আরও একাধিক তথ্যসূত্র, যেমন জাতীয় নমুনা সংস্থা (NSSO), কৃষি-সুমারি এবং রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে দেশে কৃষি-শ্রমিক পরিবারের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। মোটামুটিভাবে ধারণা করা চলে যে ১৯৮৫ এবং ১৯৯০ সালের মধ্যে কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় বারো কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে। 'সবুজ বিপ্লব'-এর সমর্থকরা আশা করেছিলেন যে উন্নত কৃষি আগিকের প্রয়োগের ফলে একর-পিছু শ্রমিকনিয়োগের হার বৃদ্ধি পাবে। কারণ, অধিক ফলন-শীল বীজের ব্যবহারের দরুন জমিতে নিবিড়তর চাষ ও বছরে একাধিক শস্যের ফলন সম্ভব হবে এবং বর্ধিত ফসলের পরিচর্যা (যথা, সার প্রয়োগ ও জলের নিয়ন্ত্রণ) ও সেই ফসল কাটা এবং মাড়াই-এর জন্য অধিক শ্রম-নিয়োগের দরকার হবে। এ ছাড়া গভীরভাবে জমি কর্ষণের জন্য এবং একাধিক ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি একটা ফসল কাটা এবং অন্য শস্যের জন্য জমি কর্ষণের প্রয়োজনীয়তার দরুন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপযোগিতা রয়েছে। সুতরাং যন্ত্র ব্যবহারের ফলে একর-পিছু উৎপাদনের হার, শ্রমিকের উৎপাদন-শক্তি এবং মোট শ্রমনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে বলে 'কৃষি বিপ্লব'-এর সমর্থকদের প্রত্যাশা ছিল। বেশ-কিছু ক্ষেত্রে 'সবুজ

বিপ্লব'-এর ফলে কৃষি-শ্রমিকদের মোট চাহিদা অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু কয়েকটি জায়গায় কৃষি যন্ত্রপাতির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে, অর্থাৎ শুধু জমি চাষ নয়—ব্যাপকভাবে চাষবাসের অন্যান্য দিকে (যেমন, নিড়ান, কীট-নাশক ও সারপ্রয়োগ, ফসল কাটা ও মাড়াই ইত্যাদি) যন্ত্রের প্রয়োগের ফলে মোট শ্রমচাহিদা হ্রাসও পায়। আরও লক্ষণীয় এই যে, 'সবুজ বিপ্লব'-এর ফলে স্থায়ী পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাওয়া এবং অস্থায়ী কৃষি-মজুরের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।[১]

কৃষি-শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সাধারণভাবে আর্থিক মজুরির হার বেড়েছিল বটে, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই 'প্রকৃত' মজুরির উন্নতি দেখা যায়নি। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে 'সবুজ বিপ্লব'-এর সময়কালে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি-শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির মধ্যে বিশেষ কোনো সম্পর্ক প্রতীয়মান হয়নি। তা ছাড়া শ্রমিকের জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই যে মজুরির হারের বৃদ্ধি ঘটে না, এ কথা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। আরও লক্ষ্য করার বিষয়, মজুরির হার বাড়লেও বেশ-কয়েকটি ক্ষেত্রে মোট শ্রমনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলে খেতমজুরদের মোট আয়েরও অবনতি ঘটে। আবার অনেক অঞ্চলে কৃষি-শ্রমিকের মোট আয় বেড়েছিল বটে, কিন্তু আনুপাতিকভাবে জমির মালিকের আয় বেড়েছিল তার থেকে অনেক বেশি, যার ফলে শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক অবনয়ন প্রকট হয়। সুতরাং এটা অনস্বীকার্য যে যাঁরা কার্যত মাথায় করে 'সবুজ বিপ্লব'-এর বাড়তি ফসল গোলায় তুলতেন তাঁরাই কিন্তু সেই ফসলের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত হন। ফসলের সিংহভাগই আত্মসাৎ করেছিলেন বড়ো জমির মালিক।

'সবুজ বিপ্লব'-এর ফলে ছোটো চাষিদের আর্থিক অবস্থার অবনমন ঘটলেও বড়ো চাষিদের তুলনায় তাঁদের আর্থিক অগ্রগতি অনেক কম হয়। এর কারণ, তাঁরা বিপ্লবের অনুষঙ্গ হিসাবে সেচব্যবস্থা, জমির উন্নয়ন ও সাজসরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করতে পারেননি। পাঞ্জাব ও হরিয়ানাকে বাদ দিলে, উত্তর ভারতে (যেমন উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে) বেশি ভাগ গমচাষির খামারের আয়তন ছোটো। সুতরাং ভারতের গমচাষিদের এক বিরাট অংশ 'সবুজ বিপ্লব'-এর উপযুক্ত ভাগিদার হতে পারেন

আর ধান-উৎপাদক অঞ্চলগুলিতে তো অধিকাংশ কৃষকের জোতের পরিমাণ আরও ছোটো। 'সবুজ বিপ্লব'-এর ফলে এইসব কৃষকের যেটুকু আর্থিক অগ্রগতি হয়েছিল তা অনেকক্ষেত্রেই মূল্যসূচক বা জীবনযাত্রার ব্যয়সূচিকে পূরণ করতে পারেনি। সুতরাং পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের ধান-অঞ্চলে নতুন কৃষিপদ্ধতি অনুসরণের ফলে বেশিরভাগ চাষির তুলনামূলক অর্থাবনমন ঘটেছিল এটা সহজেই অনুমেয়। 'সবুজ বিপ্লব'-এর ফলে আঞ্চলিক এবং আয়ের অসাম্য ছাড়া সম্পদেরও অসমতা বাড়ে, কারণ সম্পন্ন চাষিগোষ্ঠী অধিকতর মুনাফা মারফত তাঁদের জমি, জলসেচন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং কৃষি-যন্ত্রপাতির সম্ভার অনেক বাড়িয়ে তোলেন।

এই অসাম্যের উৎসটি আরও একটু খতিয়ে দেখা দরকার। নতুন কৃষি-পদ্ধতি কার্যকর করবার জন্য যে ধরনের সরকারি এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দরকার তার বেশিরভাগই পেয়েছিলেন বড়ো জোতদাররা—যাদের 'গায়ে হাত না দিয়ে' কাজে লাগানোই ছিল 'সবুজ বিপ্লব'-এর লক্ষ্য। সমবায় ঋণ সমিতি এবং ব্যাংকগুলির কথাই ধরা যাক। এদের দীর্ঘসূত্রতা এবং আইন ও জামানতের কড়াকড়ি ছোটো কৃষকদের এবং বিশেষত বর্গাদারদের ক্ষেত্রে কৃষিঋণ লাভের সবিশেষ অন্তরায়। সুতরাং নিজেদের আর্থিক অসংগতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থসাহায্যের অভাবের দরুন ছোটো চাষিদের পক্ষে এই নতুন মূলধন-কেন্দ্রিক তথাকথিত বৈপ্লবিক কৃষি-পদ্ধতি ঠিকমতো গ্রহণ করা প্রায়শ সম্ভব হয়নি। সনাতন, প্রাক্-'বৈপ্লবিক' কৃষিকাঠামোয় ছোটো এবং প্রান্তিক চাষিদের জমিতেই (মূলত অধিকতর শ্রম এবং অন্যান্য গৃহজাত কৃষি-উপকরণ নিয়োগের ফলে) একর-পিছু গড় উৎপাদন বড়ো চাষিদের খামারের তুলনায় বেশি ছিল। বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চাশের দশকে ফার্ম ম্যানেজমেন্ট সমীক্ষাগুলির মাধ্যমে এই তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। কিন্তু 'বিপ্লব'-উত্তর নতুন কৃষি-পদ্ধতি চালু হওয়ার পরে একাধিক সমীক্ষায় লক্ষিত হয়েছে—ছোটো খামারে একর-পিছু গড় উৎপাদনের হার সর্বদাই যে বড়ো খামারের তুলনায় বেশি, এ কথা আর বলা চলে না।

সুতরাং ভারতের মতো কৃষিনির্ভর উন্নয়নকামী দেশে কৃষিনীতির দুটি মূল লক্ষ্য—সার্বিক কৃষিজ উৎপাদনের যথাসম্ভব সুস্থির গতিতে নিয়ত বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়সাধন, অর্থাৎ সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের

উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং বেকারত্ব হ্রাস করে কৃষি ও গ্রামীণ কাঠামোকে অধিক স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা — এ নীতির কোনোটির ক্ষেত্রেই তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লব' সাফল্যের দাবি করতে পারে না। 'সবুজ বিপ্লব'-এর আনুষঙ্গিক উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, যন্ত্রপাতি, ডিজেল-চালিত যান্ত্রিক সেচ-ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যয়বহুল শিল্পজাত উপকরণের পরিবর্তে[১] স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য জৈব উপকরণের ব্যবহার এবং ফসল-নিবিড়তা (cropping intensity) বাড়ালেই অধিক গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং ছোট চাষিদের অনিশ্চয়তা কমানো সম্ভব হত। তা ছাড়া দেশের অনেক অঞ্চলেই কৃষির উন্নতির জন্য সহজ 'বৈকল্পিক' প্রযুক্তির বিকল্প গ্রামীণ বিকাশ পদ্ধতি — যেমন মৎস্য চাষ, চিরাচরিত পশুপালন, ঘরোয়া বাগান (home/kitchen garden) — ইত্যাদিও লাভজনক হত। আর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ যে রকম, তাতে পরিকল্পিত সেচব্যবস্থা অবলম্বন করে কৃষির জল সম্পর্কিত আঞ্চলিক অসমতা অনেকটাই দূর করা সম্ভব ছিল।

অন্যদিকে সবুজ বিপ্লবের বৈভব ক্ষুদ্র ভূস্বামী, ভাগচাষি এবং ক্ষেত-মজুরদের আর্থিক অবস্থার উপর তেমন কোনো শুভ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে এই 'বিপ্লব' বিচ্ছেদমূলক বিকাশ রোধে ব্যর্থ — কৃষিতে এবং গ্রামীণ সমাজে প্রকট শ্রেণী-বৈষম্যই তার প্রমাণ। অবশ্য এ কথা বলা অসংগত হবে যে 'সবুজ বিপ্লব'-এর অবর্তমানে গ্রামাঞ্চলে আর্থিক অসাম্যের কোনো প্রসার ঘটত না: 'সবুজ বিপ্লব'-এর আগেও এ দেশের কৃষকসমাজের মধ্যে সমধিক আয় ও পরিসম্পতের (assets) বৈষম্য ছিল। তবে 'সবুজ বিপ্লব' এই বৈষম্যকে দূর না করে আরও উদগ্র করে।

১ রাসায়নিক সার, কীটনাশক, ডিজেল-চালিত ইঞ্জিনের মতো আধুনিক উপকরণগুলি অধিকাংশক্ষেত্রে মূলধন-নিবিড় কৃৎকৌশলের মাধ্যমে উৎপাদিত হয় এবং এসব ক্ষেত্রে পশ্চাদমুখী সংযোগ (backward linkage) মারফত নতুন কর্মনিয়োগ তেমন কিছুই সম্ভবপর হয় না। অথচ এগুলি ব্যবহারের ফলে চাষিদের আর্থিক ঝুঁকি এবং কৃষি-উপকরণের বাজারের অনিশ্চয়তার উপর নির্ভরশীলতা বাড়ে।